জাতীয় দৈনিক বর্তমান বাংলা’র চুয়াডাঙ্গা থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত হলেন যারা

জাতীয় দৈনিক “বর্তমান বাংলা” র নিয়োগ পেলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি খাইরুল ইসলাম, আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রতিনিধি আতিক বিশ্বাস, দামুড়হুদা প্রতিনিধি আরিফুল ইসলাম মিলন, জীবননগর প্রতিনিধি আজিজুল ইসলাম ও দর্শনা প্রতিনিধি নজরুল ইসলাম।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেল ৫টার সময় আনুষ্ঠানিকভাবে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি খায়রুল ইসলাম সকলের হাতে দৈনিক বর্তমান বাংলার পরিচয়পত্র (প্রেস কার্ড) হস্তান্তর করেন এবং গলায় পরিয়ে দেন।

দৈনিক বর্তমান বাংলা পত্রিকার উপদেষ্টা সম্পাদক প্রদীপ কুমার হালদার, প্রকাশক ও সম্পাদক হিরণ্ময় দেবনাথ, নির্বাহী সম্পাদক মিন্টু বালা, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ হোসেন, বার্তা সম্পাদক মুন্সী নিজামউদ্দিন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা সিরাজুল মনির, মফস্বল সম্পাদক নিপুন চন্দ্রসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন দৈনিক বর্তমান বাংলার চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিবারের নবনিযুক্ত সদস্যবৃন্দ।

তিনি বলেন, “দায়িত্বশীল ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার মাধ্যমে দামুড়হুদা উপজেলার সার্বিক উন্নয়ন, সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা জাতীয় পর্যায়ে তুলে ধরতে আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো।”

স্থানীয় সাংবাদিক মহল ও সুধীজনরা তাদের এই নিয়োগে সন্তোষ প্রকাশ করে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

ঝিনাইদহে ইউনিয়ন ডিজিটাল

সেন্টারে অস্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্তদের সংবাদ সম্মেলন

ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে নিয়োগপ্রাপ্ত পরিচালকদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বাতিল করে রাজস্ব খাত থেকে বেতন ভাতা প্রদানের দাবীতে সংবাদ সম্মেলন করা হয়েছে।

আজ শনিবার দুপুরে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার পরিচালক কল্যান সমিতি ঝিনাইদহ জেলা শাখা এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মোঃ মুজিবুল হক। লিখিত বক্তব্যে তিনি জানান, ২০১০ সালের ১১ নভেম্বর থেকে তথ্যসেবা কেন্দ্রের নামে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের পথচলা শুরু হয়। ১৪ বছর ধরে ডিজিটাল সেন্টারে নিযুক্ত পরিচালকরা নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে গেলেও তাদের চাকরী স্থায়ী করা হয়নি। ঝিনাইদহ জেলার ৬৭টি ইউনয়িন ডিজিটাল সেন্টারে ১৩৪ জন কর্মরত আছেন। নিয়োগের সময় তাদের সরকারী বিধিবিধান মেনে নিয়োগ করা হলেও বেতনের ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়েছে। সরকারী ভাবে তাদের বেতন ভাতা না দিয়ে জবরদস্তি মূলক শ্রম চুক্তপিত্র দ্বারা আবর্তিত করা হয়েছে। সারাদিন পরিচালকদের দিয়ে সরকারী প্রকল্পের কাজ করানো হয়, অথচ সুবিধাভোগী নাগরিকদের কাছ থেকে পারিশ্রমিক চেয়ে নিতে হয়। এক্ষেত্রে তাদের ভিখারী বানানো হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, জনগনের কাছ থেকে টাকা চেয়ে নিতে গেলে অনেক সময় নানা প্রশ্নের সম্মুখিন হতে হয়। তাছাড়া ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে নিয়োগপ্রাপ্ত পরিচালকদের ইচ্ছামতো চাকরীচ্যুত করা হচ্ছে বলে সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ ২০১৬ সালে গেজেটের মাধ্যমে নতুন পদ সৃষ্টি করে হিসাব সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারটের পদে নিয়োগ দিয়েছেন। ফলে তারা ইউনয়িন ডিজিটাল সেন্টারে কর্মরত পরিচালকদের কাজে হস্তক্ষেপ করছেন। এতে পরিচালকরা নানা ভাবে হয়রানী ও ষড়যন্ত্রের শিকার হচ্ছেন। সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার পরিচালক কল্যান সমিতির কেন্দ্রীয় সভাপতি